বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ
website: www.bb.org.bd

কৃষি ঋণ বিভাগ

এসিডি সার্কুলার নং- ০২

তারিখঃ ০৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৯ / ২২ মে, ২০২২

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক

প্রিয় মহোদয়,

আমদানী বিকল্প ফসল (ডাল, তেলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা) চাষে ভর্তুকি সুবিধার আওতায় ৪% রেয়াতী সুদ হারে কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রসংগে।

এসিএসপিডি সার্কুলার নং-০৩, তারিখ: ১০/১০/২০০৬, এসিএসপিডি সার্কুলার নং-০৮, তারিখ: ০৩/১২/২০০৯, এসিডি সার্কুলার লেটার নং-০২, তারিখ: ১২/১০/২০১০ এবং এসিডি সার্কুলার নং-০২ তারিখ: ৩০/০৫/২০১১ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আর্কষণ করা যাচ্ছে।

২। ডাল, তেলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা আমদানীর জন্য প্রতি অর্থবছর প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয় এবং সঠিক সময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে পণ্য আমদানী করা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। এপ্রেক্ষিতে, আমদানী ব্যয় হ্রাস এবং সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০৬ সাল হতে আমদানী বিকল্প ফসলসমূহ (ডাল, তেলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা) চাষের জন্য ব্যাংকসমূহকে সরকারের সুদ ক্ষতিপূরণ সুবিধার আওতায় স্বল্প সুদে ঋণ বিতরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া, ২০১১-১২ অর্থবছরের ০১ জুলাই থেকে ডাল, তেলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষের জন্য প্রদত্ত কৃষি ঋণের উপর কৃষক পর্যায়ে সুদহার ৪%-এ পুনঃনির্ধারণ করা হয়। এ খাতে ঋণ বিতরণের বিপরীতে ব্যাংকসমূহকে প্রকৃত সুদ-ক্ষতি হারে (কৃষি ঋণের সুদ হার ৮% হওয়ায় প্রকৃত সুদ-ক্ষতি হার বর্তমানে ৪%) ভর্তুকি সুবিধা প্রদান করা হয়।

৩। রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহের পাশাপাশি বেসরকারী ব্যাংকসমূহও তাদের বার্ষিক কৃষি/পল্লী ঋণ লক্ষ্যমাত্রার আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে সরকারের ৪% হারে সুদ ক্ষতিপূরণ সুবিধার আওতায় ডাল, তেলবীজ ও মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষের জন্য ঋণ বিতরণ করছে। সে ক্ষেত্রে সুদ ক্ষতি বাবদ প্রদত্ত ৪% হিসাবে নেয়ার পরও কোনো ব্যাংকের কিছুটা সুদ ক্ষতি হলে উক্ত অংশটি সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের কর্পোরেট সোস্যাল রেসপন্সিবিলিটি (CSR)-এর আওতায় গণ্য করা হবে।

৪। কোভিড-১৯ এর প্রভাব এবং সাম্প্রতিককালে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক বাজারে বিভিন্ন পণ্যের মূল্য এবং পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় এদের আমদানী মূল্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। সাম্প্রতিক কালে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারেও বিভিন্ন ভোগ্যপণ্য বিশেষ করে ভোজ্যতেলের সরবরাহে ঘাটতি তৈরী হয়েছে এবং পণ্য মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের বাজারে আমদানী নির্ভরশীল ভোজ্যতেলের সরবরাহ ভবিষ্যতে স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে এসকল ভোজ্যতেল উৎপন্নকারী ফসলসমূহের চাষাবাদ বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

৫। **ঋণ বিতরণ ও আদায়**

আমদানী বিকল্প ফসলসমূহের (ডাল, তেলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা) চাষাবাদ বৃদ্ধির জন্য সরকারের সুদ ক্ষতিপূরণ সুবিধার আওতায় নিম্নোক্ত ফসলসমূহের ক্ষেত্রে কৃষক পর্যায়ে ৪% সুদ হারে ঋণ প্রদানের নির্দেশনা রয়েছেঃ

ক) ডাল জাতীয় ফসল ঃ মুগ, মশুর, খেসারী, ছোলা, মটর, মাষকলাই, অড়হর ইত্যাদি।
খ) তেলবীজ জাতীয় ফসল ঃ সরিষা, তিল, তিসি, চীনাবাদাম, সূর্যমুখী, সয়াবিন ইত্যাদি।
গ) মসলা জাতীয় ফসল ঃ আদা, রসুন, পেঁয়াজ, মরিচ, হলুদ, জিরা ইত্যাদি।
ঘ) ভুট্টা।

৬। উল্লেখিত ফসল চাষের জন্য রেয়াতি সুদে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে ঃ

ক) একর প্রতি উৎপাদন খরচের ভিত্তিতে ঋণের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পরিমাণ, ঋণ বিতরণের মৌসুম ইত্যাদি নির্ধারণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রতি অর্থবছরের শুরুতে জারীকৃত কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচীতে উল্লিখিত ঋণ নিয়মাচার প্রযোজ্য হবে।

খ) উল্লিখিত ফসল চাষের উদ্দেশ্যে প্রকৃত ঋণ চাহিদা অনুযায়ী রেয়াতি সুদ হারে ঋণ বিতরণের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে ব্যাংকসমূহ বছরের শুরুতেই সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহকে যথাযথ নির্দেশ জারী করবে এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ঋণ বিতরণ নিশ্চিত করার জন্য শাখাসমূহের ঋণ বিতরণ অগ্রগতির তদারকী ও মনিটরিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করবে।

গ) কৃষি ঋণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত বর্তমানে অনুসৃত অন্যান্য নীতিমালা যেমন কৃষক প্রতি ঋণের সর্বোচ্চ সীমা, জামানত, আবেদনপত্র গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণের সময়কাল, ঋণ গ্রহীতার যোগ্যতা নিরূপণ, পাস বইয়ের ব্যবহার, ঋণ বিতরণ, ঋণের সদ্ব্যবহার, তদারকী ও আদায় ইত্যাদি এ সমস্ত ফসলের ক্ষেত্রেও যথারীতি অনুসৃত হবে।

চলমান পাতা-০২

৭। এছাড়া, আমদানী বিকল্প ফসল খাতে রেয়াতি সুদে বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবীর ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ পরিপালনের নির্দেশনা প্রদান করা হলোঃ

ক) ব্যাংকসমূহ রেয়াতি সুদে বিতরণকৃত ঋণের আদায়কৃত/সমন্বয়কৃত ঋণ হিসাবসমূহের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট বছর সমাপ্তির ০১ (এক) মাসের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রকৃত হারে (কৃষি ঋণের সুদ হার ৮% হওয়ায় প্রকৃত সুদ-ক্ষতি হার বর্তমানে ৪%) সুদ ক্ষতিপূরণের আবেদন পেশ করবে। উক্ত আবেদনের সঙ্গে তাদের বিতরণকৃত ঋণের বিস্তারিত যেমন- মোট ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা, ঋণ মঞ্জুরীর সময়কাল, ঋণ বিতরণ ও আদায়ের তারিখ, বিতরণকৃত ঋণের মোট পরিমাণ, গ্রাহক পর্যায়ে আদায়কৃত সুদের পরিমাণ, রেয়াতি সুদ আরোপের ফলে মোট আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ইত্যাদি সম্বলিত একটি বিবরণী দাখিল করবে।

খ) বাংলাদেশ ব্যাংক দৈবচয়ন (random sampling) ভিত্তিতে রেয়াতি হারে যোগ্য বলে দাবীকৃত ঋণের ন্যূনপক্ষে ১০% ঋণ নথি সরেজমিনে যাচাই করবে এবং যাচাইকৃত ঋণের মধ্যে যে পরিমাণ ঋণ নিয়মানুযায়ী প্রদেয় হয়নি মর্মে প্রমাণিত হবে তার শতকরা হার নির্ণয় করতঃ তা পুরো দাবীকৃত ঋণের উপর কার্যকরপূর্বক প্রকৃত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করবে এবং এর ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক তার নিজস্ব হিসাব হতে ব্যাংকসমূহের সুদ ক্ষতির অর্থ পরিশোধ করবে এবং পরবর্তীতে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে পুনর্ভরণ গ্রহণ করবে।

গ) ঋণ বিতরণকারী শাখাসমূহ রেয়াতি সুদে বিতরণকৃত ঋণ গ্রহীতাদের তালিকাসহ এতদসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি যেমন মোট ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা, কোন ফসলের জন্য ঋণ গ্রহীতার ঠিকানা, জমির পরিমাণ, ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ, ঋণের মেয়াদ, সমন্বয়ের তারিখ ইত্যাদি সংরক্ষণ করবে যাতে করে প্রয়োজনবোধে ক্ষতিপূরণের অর্থ পুনর্ভরণের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তার যথার্থতা যাচাই করা সম্ভব হয়। এছাড়া ঋণ বিতরণকারী শাখাসমূহ এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি বিবরণী আকারে স্ব স্ব ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত বিশেষ ঋণ মনিটরিং সেল-এর নিকটও প্রেরণ করবে।

ঘ) নির্ধারিত ফসল চাষে প্রকৃত চাষীদের অনুকূলে নির্ধারিত রেয়াতি সুদে প্রদত্ত ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণার্থে আলোচ্য ঋণ বিতরণে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ ফলপ্রসূ তদারকীর যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

ঙ) মঞ্জুরীর সময় নির্ধারিত মেয়াদের সাথে গ্রেস পিরিয়ড ৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি করে প্রদত্ত ঋণের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নিরূপিত হবে। নির্ধারিত মেয়াদ শেষে কোন ঋণ সম্পূর্ণ বা আংশিক অনাদায়ী থাকলে তার উপর রেয়াতি সুদ প্রযোজ্য হবে না। মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়ার উপর ব্যাংকের নির্ধারিত স্বাভাবিক সুদের হারই ঋণ বিতরণের তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

চ) উপরোক্ত ব্যবস্থার অধীনে প্রকৃত কৃষকদের যথাসময়ে ঋণ বিতরণ এবং সুদসহ যথানিয়মে ঋণ আদায় করার জন্য ব্যাংকের তদারকী জোরদার করতে হবে।

৮। এক্ষণে, আমদানী বিকল্প ফসলসমূহ বিশেষ করে তেলবীজ জাতীয় ফসলসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চলমান ভর্তুকি সুবিধার আওতায় কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হলোঃ

ক) এরিয়া এপ্রোচ ভিত্তিতে অর্থাৎ যে সকল এলাকায় যে ধরণের আমাদানী বিকল্প ফসলের উৎপাদন বেশি হয় সে সকল এলাকার ব্যাংক শাখার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ফসল চাষাবাদের জন্য ঋণ বিতরণ কার্যক্রম জোরদার করা;

খ) ব্যাংক শাখার বাইরে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে আবশ্যিকভাবে 'এই শাখায় আমদানী বিকল্প ফসল (নির্দিষ্ট ফসলের নাম উল্লেখপূর্বক) চাষাবাদে ৪% সুদ হারে ঋণ বিতরণ করা হয়' লেখা ও প্রয়োজনীয় তথ্যসহ ব্যানার স্থাপন করা;

গ) ভর্তুকি সুবিধার আওতায় কৃষকদেরকে ঋণ গ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট ফসল চাষের মৌসুম শুরু হওয়ার পূর্বেই সংশ্লিষ্ট শাখার মাধ্যমে বিশেষ ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা;

ঘ) প্রকৃত কৃষক চিহ্নিত করণের লক্ষ্যে প্রয়োজনে স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অফিসের সহায়তা গ্রহণ করা;

ঙ) আলোচ্য খাতসমূহে রেয়াতি সুদ হারে কৃষি ঋণ বিতরণ জোরদারকরণের লক্ষ্যে আপনাদের ব্যাংক কর্তৃক বিশেষ নির্দেশনা জারিপূর্বক কৃষি ঋণ বিভাগকে অবহিত করা।

উপরোক্ত নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ আব্দুল হাকিম)
মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০১৩৮